Continued from page-1

সংবাদ সুপ্রভাত বাংলাদেশ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্রদের

▶ ১ম পৃষ্ঠার পর

কাছে প্রতিভাত করবে।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন শিক্ষার প্রয়োজন খুব বেশি। মানুষে মানুষে সম্মিলন ঘটানোর শিক্ষাই আমরা চাই।'

মাহাথির মুহাম্মদকে স্বাগত জানিয়ে আবদুল হামিদ বলেন, 'আপনার উপস্থিতি আমাদের সম্মানিত করেছে। আমি মনে করি এই উপস্থিতি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আপনার সৌহার্দ্য প্রকাশ করেছে।'

শ্রম বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে আবদুল হামিদ বলেন, 'মানসম্মত শিক্ষা এখন সময়ের দাবি। শ্রম বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে হবে।'

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, 'বিশ্বায়নের এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবেলায় আমাদের শিক্ষার্থীদের পেশাভিত্তিক প্রচলিত ও অপ্রচলিত কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। চাহিদাভিত্তিক ও কর্মনির্ভর শিক্ষা এ যুগে একান্তভাবে প্রয়োজন।'

তিনি বলেন, 'ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে এ উপমহাদেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিরূপ দেখা দিয়েছিল। নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলার বিদ্যাপীঠ শুধু বিদ্যার সঞ্চার নয়, বিদ্যার গৌরবেও ছিল খ্যাতিমান। পণ্ডিত শীলভদ্রের মতো শিক্ষক ছিলেন এসব প্রতিষ্ঠানে।'

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেন, 'বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিদ্যার প্রতি গৌরববোধ, সৃষ্টির পরম আনন্দে সকলকে চিত্রসম্পদ দান করার দায়িত্বজ্ঞান ছিল সব শিক্ষকের। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এ বিষয়টি মাথায় রেখে শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।'

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনে সমাবর্তনের গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আবদুল হামিদ বলেন, 'তোমাদের মনে রাখতে হবে, আজকের এই সমাবর্তন একদিকে যেমন তোমাদের অর্জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে, তেমনি দায়িত্বও অর্পণ করছে।'

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী তুন ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ইউআইটিএস-এর ট্রাস্টি বোর্ড ও দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ ও প্রো-ভিসি এ কে এম সাইফুল ইসলাম খান।

মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, 'বিজ্ঞানে জ্ঞান না থাকায় মুসলিমরা পিছিয়ে আছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় তাই এগিয়ে আসতে হবে। আত্মউন্নয়ন ও উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা খুবই প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম ও জ্ঞান অন্বেষণের মাধ্যমে নিজেকে, জাতিকে এগিয়ে নিতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির যত বেশি বিস্তার ঘটবে সমাজ ও দেশ ততো বেশি উন্নত হবে।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোয় তিনি ইউআইটিএস কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। এ উপমহাদেশে উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেকর্ড করে যাচ্ছে। ভারত, চীন ও ইন্দোনেশিয়ার পরেই এখন বাংলাদেশ। তবে শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে হবে।'

সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, 'শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষা, বিদ্যার সঙ্গে বিনয়, কর্মের সঙ্গে নিষ্ঠা, জীবনের সঙ্গে মূল্যবোধ, মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের সংমিশ্রণ ঘটাতে না পারলে প্রকৃতপক্ষে সেই-শিক্ষা আসল শিক্ষা নয়। মানুষের মতো এত মহীয়ান, এত শক্তিমান আর কোনো সৃষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। তাই মানবসন্তানদের মধ্যে লুকানো অমৃত শক্তিকে জাগ্রত করে, মানবীয় গুণাবলীতে বলীয়ান মানবসন্তানদের নিজ শক্তিতে দাঁড়িয়ে অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছানোর মানসে এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকমণ্ডলীর সহায়তায় আলোকিত মানুষ তৈরিতে ব্রতী। যারা ডিগ্রি নিয়েছেন, তারা সমাজে আলো ছড়াবেন।'

অনুষ্ঠানে ইউআইটিএস'র ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ফলাফল রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর এ এম শরীফ এবং প্রফেসর আফজাল আহমেদ।

সমাবর্তনে বিভিন্ন বিভাগ থেকে স্নাতকে ৩ হাজার ৬৮৬ জন শিক্ষার্থী ও স্নাতকোত্তর সম্পন্নকারী ২ হাজার ৩৯৫ জন শিক্ষার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৬ জন শিক্ষার্থী তাদের ভাল ফলাফলের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন।